Tree Plantation Paragraph 200 Words

Tree plantation refers to purposefully planting trees in barren lands to boost forest cover. As deforestation rapidly shrinks wooded expanses worldwide, it is crucial we restore precious green habitats for ecological stability. Through tree plantation initiatives, forests can thrive again. Trees sequester carbon emissions, curb climate change impact, provide wood-based livelihoods, and anchor biodiversity conservation. Trees breathe life into the planet. Their foliage releases oxygen into air, enabling human survival. Trees absorb carbon dioxide, cleaning pollution and slowing global warming. Forest ecosystems sustain 80% of world's biodiversity on land. Trees prevent droughts, floods, landslides stabilizing climate and soil. Fruits, nuts, vegetables etc give us vital nutrition. Timber meets construction, manufacturing needs. Trees beautify landscapes, purify air, provide serene shades. No wonder forests are lungs of earth. Despite such eco-services, human greed fuels tragic tree-cutting. Bangladesh already lost most forest cover. Indiscriminate felling caused environmental havoc via erosion, landslides etc. Without restoring tree density, country will become uninhabitable desert as climate change worsens. Therefore, Bangladesh must launch huge community-driven tree plantation drives on all unused lands. Government should provide saplings and training absolutely free. Media campaigns can spread public awareness on importance of tree cover. Students must pledge to plant and protect green warriors around schools, roads, fields. We owe our children the revived forests they deserve.

২০০ শব্দের বৃক্ষরোপণ প্যারাগ্রাফ

বৃক্ষরোপণ বলতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অনুর্বর জমিতে গাছ লাগানোকে বোঝায় যাতে বনের আচ্ছাদন বাড়ানো যায়। যেহেতু বন উজাড় দ্রুত বিশ্বব্যাপী বৃক্ষের বিস্তারকে সঙ্কুচিত করছে, তাই পরিবেশগত স্থিতিশীলতার জন্য আমাদের মূল্যবান সবুজ আবাসস্থল পুনরুদ্ধার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৃক্ষরোপণের উদ্যোগের মাধ্যমে বনভূমি আবারও সমৃদ্ধ হতে পারে। গাছগুলি কার্বন নিঃসরণ রোধ করে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব রোধ করে, কাঠ-ভিত্তিক জীবিকা প্রদান করে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে। গাছগুলি গ্রহে প্রাণ দেয়। তাদের পাতাগুলি বাতাসে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়, মানুষের বেঁচে থাকতে সক্ষম করে। গাছ কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে, দূষণ পরিষ্কার করে এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমায়। বন বাস্তুতন্ত্র পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের 80% জমিতে বজায় রাখে। গাছ খরা, বন্যা, ভূমিধস প্রতিরোধ করে জলবায়ু ও মাটিকে স্থিতিশীল করে। ফল, বাদাম, শাকসবজি ইত্যাদি আমাদের অত্যাবশ্যক পুষ্টি দেয়। কাঠ নির্মাণ, উত্পাদন চাহিদা পূরণ করে। গাছ ল্যান্ডস্কেপকে সুন্দর করে, বাতাসকে বিশুদ্ধ করে, নির্মল ছায়া দেয়। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে বন হল পৃথিবীর ফুসফুস। এত পরিবেশ-পরিষেবা সত্ত্বেও, মানুষের লোভ মর্মান্তিক বৃক্ষ নিধনে ইন্ধন জোগায়। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই অধিকাংশ বনভূমি হারিয়েছে। নির্বিচারে নিধন ক্ষয়, ভূমিধস ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটায়। গাছের ঘনত্ব পুনরুদ্ধার না করলে, জলবায়ু

পরিবর্তনের কারণে দেশটি বসবাসের অযোগ্য মরুভূমিতে পরিণত হবে। তাই বাংলাদেশকে সকল অব্যবহৃত জমিতে বিশাল জনগোষ্ঠী-চালিত বৃক্ষরোপণ অভিযান চালাতে হবে। সরকারের উচিত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চারা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া। মিডিয়া প্রচারাভিযান গাছের আচ্ছাদনের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা ছড়িয়ে দিতে পারে। শিক্ষার্থীদের অবশ্যই স্কুল, রাস্তা, মাঠের চারপাশে সবুজ যোদ্ধা রোপণ ও রক্ষা করার অঙ্গীকার করতে হবে। আমরা আমাদের সন্তানদের তাদের প্রাপ্য পুনরুজ্জীবিত বনের জন্য ঋণী।